

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১, ২০২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন ১৪৩৩/ ১ অক্টোবর ২০২৬

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.০০০.৪২১.৬২.০০১৪.২৬.৩২৩—জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ এক ঐতিহাসিক ঘটনা, যা বাংলাদেশের জন্য বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ। গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রেখেছেন; ইতঃপূর্বে তাঁর পিতা শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ২৬ আগস্ট ১৯৮০ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ১১তম বিশেষ অধিবেশনে বক্তব্য রেখেছিলেন; এবং তাঁর মাতা সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১ অক্টোবর ১৯৯৩ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪৮তম অধিবেশনে বক্তব্য রেখেছিলেন। একই পরিবারের তিনজন সদস্য কর্তৃক জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব বিশ্ব ইতিহাসে অনন্য ঘটনা।

২। চার দিনের সফরে প্রধানমন্ত্রী মোট ৩২টি আন্তর্জাতিক কর্মসূচি/সভায় অংশ নিয়েছেন। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে ভাষণ প্রদান ছাড়াও তিনি ৭টি উচ্চ-পর্যায়ের সভায় বক্তব্য রেখেছেন, ১১টি দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষীয় বৈঠক করেছেন এবং জাতিসংঘসহ ১০টি আন্তর্জাতিক সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

৩। প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানের নেতৃত্বে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ সরকারের অঙ্গীকার ও প্রত্যাশাকে বিশ্ব পরিসরে তুলে ধরার পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানসহ বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ১৩ আশ্বিন ১৪৩৩/ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখের বৈঠকে একটি অভিনন্দন প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৪। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত অভিনন্দন প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

(২৫৭৯৫)
মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

১৩ আশ্বিন ১৪৩৩
ঢাকা : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ এক ঐতিহাসিক ঘটনা, যা বাংলাদেশের জন্য বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ। গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রেখেছেন; ইতঃপূর্বে তাঁর পিতা শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ২৬ আগস্ট ১৯৮০ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ১১তম বিশেষ অধিবেশনে বক্তব্য রেখেছিলেন; এবং তাঁর মাতা সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১ অক্টোবর ১৯৯৩ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪৮তম অধিবেশনে বক্তব্য রেখেছিলেন। একই পরিবারের তিনজন সদস্য কর্তৃক জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব বিশ্ব ইতিহাসে অনন্য ঘটনা।

চার দিনের সফরে প্রধানমন্ত্রী মোট ৩২টি আন্তর্জাতিক কর্মসূচি/সভায় অংশ নিয়েছেন। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে ভাষণ প্রদান ছাড়াও তিনি ৭টি উচ্চ-পর্যায়ের সভায় বক্তব্য রেখেছেন, ১১টি দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন এবং জাতিসংঘসহ ১০টি আন্তর্জাতিক সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। প্রধানমন্ত্রী তুরস্ক ও ইরানের রাষ্ট্রপতি, মালদ্বীপের উপ-রাষ্ট্রপতি, ভুটান, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া ও হাইতির প্রধানমন্ত্রী এবং কুয়েতের ক্রাউন প্রিন্স-এর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। এ ছাড়া, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের মহাসচিব, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপের প্রেসিডেন্ট, জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার, জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার, মিয়ানমার সংক্রান্ত জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ দূত, ইন্টারন্যাশনাল পিস ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা, গেটস ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী, বোয়িং গ্লোবালের প্রধান নির্বাহী এবং ওয়াল স্ট্রিটের বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানের নেতৃত্বে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ সরকারের অঙ্গীকার ও প্রত্যাশাকে বিশ্ব পরিসরে তুলে ধরার পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানসহ বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে।